দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ...

AUG 1 1 2002

সহকারী প্রক্টর কলিম উল্লাহর সাক্ষ্য

মেয়েদের ধরে নেয়ার ব্যাপারে প্রক্টর ফোনে বললেন ঃ আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, বিষয়টি পুলিশ দেখবে

সাদেহ উদ্দিন ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম ১৮ আগস্টের মধ্যে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর এ রিপোর্ট গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে কমিশন সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এ পর্যন্ত ৪৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে অভিযোগী ভিসি ও

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

করেন।

মেয়েদের ধরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রক্টর, এবং সংশ্লিষ্ট প্রভোস্টের জবানবন্দি নেয়ার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ শেষ হচ্ছে। একই সময়ের মধ্যে কমিশন ২ জন ছাত্রী ও ৪ জন সাংবাদিকের বক্তব্য গ্রহণ করবে। বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম জানান, তিনি আশা করছেন ১৮ আগস্টের মধ্যে সরকারের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া সম্ভব হবে।

এদিকে গতকাল সহকারী প্রক্টর সবুর মোল্লা ও শফিউল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন। এছাড়া সহকারী প্রক্টর কলিম উল্লাহ মজুমদার তার অসমাপ্ত জবানবন্দি প্রদান করেছেন। তিনি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত একটানা ৬ ঘণ্টা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা ও আমরা ৪ জন সহকারী প্রক্টর ২৩৫ নং রুমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গেলে দেখতে পাই ওই রুমের বারান্দায় একটি চুলায় পানি গরম করা হচ্ছে। ওই রুমে অবস্থানকারীরা তাদের প্রতিপক্ষদের ওপর গরম পানি মারার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি মেয়েতো বলেই দেয়, আমার সামরিক ট্রেনিং আছে। আমরাও দেখে নেব।

কলিম উল্লাহ মজুমদার বলেন, আন্দোলনরত ছাত্রীরাও ২৩৫ নং রুমের মেয়েদেরকে বের করে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের কেউ কেউ তো জানালার কাচও ভাংচুর করে। দু'পক্ষের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা ২৩৫ নং রুমে আটকা পড়ি। আমরা মোবাইল ফোনে ভিসি ও প্রক্টরকে হলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আমাদেরকে উদ্ধার করতে অনুরোধ করি।

তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, মেয়েদেরকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তখন বিষয়টি প্রক্টরকে জানাই। তিনি আমাকে বলেন, এ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, বিষয়টি পুলিশ দেখবে। এক প্রশ্নের জবাবে সহকারী প্রক্টর শফিউল্লাহ বলেন, সেদিন রাতে ভিসি এবং প্রক্টর হলে আসলে এ ঘটনা ঘটতো না। আমরা প্রভোস্ট সুলতানা শফির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনিও আমাদের এড়িয়ে গেছেন।